# হিসাব মিলেনা উত্তর পাইনা

## ৮ম পর্ব

দিগন্ত বড়ুয়া

খাগরাছড়িতে এবারের অত্যাচারের ঘটনায় অনেক মহিলা, শিশু ধর্ষিত হয়েছে। আমি কিপিলির কাছ থেকে যে ছোট্ট মেয়েটি ধর্ষিত হবার খবরটা পেয়েছিলাম সে শিশুটি এখন মৃত্যুর সাথে লড়ছে। প্রচুর রক্ত ক্ষরন জনিত কারণে তার অবস্থা খারাপের দিকে। বাঁচাবার কেউ নাই। সহায় সম্বল যা ছিল তা তো লুটেরারা নিয়ে গেছে, বাকী আছে মাত্র কিছু প্রাণ । বাড়ি ঘর ও তো নাই। জ্বালিয়ে পুড়িয়ে সব তো শেষ করে দিয়েছে। থাকে কেউ তাবুতে কেউ এখনো জঙ্গলে। এখন আবার গুটি কয়েক এন জি ও'র কেউ কেউ দয়া ও দেখাচ্ছে। মেরে দয়া দেখিয়ে কি লাভ? কোনো অর্থ খুজে পাইনা। অপর দিকে শরনার্থি যারা দেশে ফিরেছিল তাদের বেহাল দশার খবর শুনে নিজের মনটাও ভালো নাই। কি হবে জানিনা। কি করা উচিৎ তাও বুঝছি না । নিজেদের মানুষ তো, তাই খুব কষ্ট হচ্ছে। খুব বেশী খারাপ লাগছে। আচ্ছা মানুষ কি করে এত দানব হয় কেউ কি জানেন ? কারো কাছে কি কোনো উত্তর আছে ?

বাংলাদেশে আমরা যারা সংখ্যালঘু আছি তারা তো কোনো দেশ থেকে এসে বসতি স্থাপন করি নাই, আমরা চৌদ্দ পুরুষের ভিটে মাঠিতে বাস করছি, তার পরেও কেনো আমাদের এত সমস্যায় রাখা হয়েছে? সংখ্যাগুরু সাধারণ জনগণের কেউ কি ভাবেন আমাদের কথা? নাকি একটু মায়া কান্না করেন যখন আমাদের সমস্যার কথা শুনেন তখন। মানুষের কাছে মানবতার কাছে আমার উত্তর পাই না, আমার হিসাব মিলেনা, কিন্তু অমানুষের কথা যখন উঠে তখন আমার উত্তর পাই , আমার হিসাব মিলে।

খাগড়াছড়ির মহালছড়ি উপজেলায় যে তান্ডব চালানো হয়েছে তার বেশ কিছু তথ্য স্ব-উদ্যোগে সংগ্রহ করেছি, বাকীটা বাংলাদেশের দৈনিক কাগজ গুলো দেখে আমার সংগৃহীত তথ্যের সাথে মিলিয়েছি। যত টুকু নির্যাতন চালিয়েছে তার পুরো বিবরন দিতে গেলে বাংলাদেশের কাগজ গুলো যে তাদের প্রকাশনা স্বত্ব হারাবে তার ভয়ে বোধ হয় দিতে পারেনি। আমি যত টুকু পারছি তার বিবরন তুলে ধরছি। নির্ভরযোগ্য সুত্রে পাওয়া খবর, এই হামলার সময়কার ও হামলা ঘটানোর পরে বিষেশ ভাবে তোলা ভিডিও টেপ আগামী কিছুদিনের মধ্যে কোনো এক মানবাধিকার সংস্থা সুত্রে পাওয়া যেতে পারে ।

ঘটনার সুত্র পাত দিন দুপুরে। সেটেলাররা তান্ডব চালাচ্ছে, এই সময়ে ও গুরামনি জানেনা, তার কি হবে। পাঁচ মিনিটের হাটার পথের দুরত্বে মেয়ের বাড়ি থেকে আসছে নিজের বাড়ি। যোশ বাহীনি তাকে পথে পেয়ে দল বেধে ধর্ষন করে। সে বুঝতেই পারেনি যে সে বেঁচে আছে। নিজ বাড়ি এসে দেখে চারিদিকে আগুন জ্বলছে। এবার প্রাণ বাঁচানোর পালা। তাই জঙ্গলই তার নিরাপদ আশ্রয় , পরের দিন একই জঙ্গলে ছেলের সাথে দেখা। এখনো থাকে লোকালয় থেকে একটু দুরে পাহাড়ের সাথে কোনো এক জায়াগায় । তাদের নতুন বাড়ি চারটি

খুটি, উপরে একটা প্লাস্টিক, চারদিক খোলা, রাত হলে শোয় কিছু খড় কুটার উপর। হামলার পরের কয়দিন কিছু দয়ালু মানুষ সামান্য কিছু খাদ্য দিয়েছিল, এখন তাও আর কেউ দেয় না।

বিনোদ বিহারী খীসার বয়স কিপিলির(আমার পরিচিতা) কথা অনুষারে ৬১ থেকে ৬৪ হতে পারে। গ্রামের মান্যগন্য ব্যাক্তি। সবাই শ্রদ্ধা করতেন। সেটেলার যোশ ওয়ালারা হামলা চালাতে উনাদের পাড়ারদিকে যাচ্ছে । তখন তিনি বাড়ীর রান্না ঘরে বসে কিছু খাচ্ছেন। এমন সময় মানুষের হৈচৈ শুনে বাড়ির বাইরে বেরিয়ে এসে দেখেন একদল সেটেলার ( আমার ভাষায় এছালামী যোশ ওয়ালার দল) কেরোসিন, পেট্রল , দা, কুড়াল, লাঠি, বন্দুক নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে পাহাড়ি পাড়ার দিকে। পথি মধ্যে তিনি বাঁধাদিলে প্রথমেই উনাকে লাঠির আঘাতে ও দা দিয়ে কুপিয়ে হত্য করে। লাশ পরে ছিল কয়েক ঘন্টা।

অসংখ্য পাহাড়ি ছেলে মেয়ে বুড়ো আহত হয়েছে, তারা কেউ পড়ালেখা করে, কেউ কাজ করে, গরিবের ছেলে,মেয়ে, সবাই গরিব লোক। অনেকে আহত হয়ে হাসপাতালে গেলে চিকিৎসার জন্য হাসপাতাল কতৃপক্ষ তাদেরকে কোনো চিকিৎসা না দিয়ে পুলিশে খবর দিয়ে তাদেরকে থানায় পাঠায়। বাকি দুই একজনকে পরে পরে চিকিৎসা দিলেও পরে থানা থেকে পুলিশ এসে তাদের নিয়ে যায়। হায়রে বাংলা যোশ ওয়ালাদের মানবতা ! হায়রে জন্তুর দল। কিছুই বলার বা লেখার কোনো ভাষা নাই। শুধু মানুষের জন্যই এই লেখা গুলো লিখছি।

ঘটনার সুত্রপাতে বাবু পাড়ায় একসাথে আটটি বাড়ীতে আগুন দেয়। সেই আগুনে পুরো পাড়ায় আগুন ছড়িয়ে পরে। কে কার বাড়ী রক্ষা করবে ? সবার বাড়ীতেই তো আগুন। প্রাণ বাঁচাবে নাকি আগুন নেভাবে? এর পর ক্রমান্বয়ে গ্রামকে গ্রাম জ্বালাতে থাকে যোশ ওয়ালারা, যেন সেই দিন ছিল আগুনের হোলি খেলার দিন। পাহাড়ীরা শুয়োর পালে। সেইদিন যেখানেই পেয়েছে সব শুয়োর গুলোকে মেরে ফেলেছে। রুপেস তংচংগ্যারা বান্দর বানের লোক। তারা মামার বাড়ীতে থাকে ছোট বেলা থেকে। সাধারণ ঘরের ছেলে। পড়ালেখা করে। তার মা অসুস্থ ছিল, বাড়ীতে শুয়ে আছে, সে গিয়েছিল ডাক্তারের কাছে , বাড়ী ফিরে আর তার মাকে খুজে পায়নি ২ দিন। লন্ড ভন্ড করে তার বাড়ীটা রেখেগেছে, আধ পোড়া, এখন থাকার কোথাও জায়গা নাই। পোড়া বাড়ীর পাশে একটা প্লাস্টির টাঙ্গিয়ে থাকে কোনো ভাবে। তবুও নিজের বাড়ী বে-দখল হয়ে যাবে সেই ভয়ে কোথাও জায়নি। তার মাকে খুজে পায় তাদেরই কিছু প্রতিবেশীর সাথে গহীন পাহাড়ে। এখন পিতৃহীন এই ছেলে কি করে পড়ালেখা করবে, কি করে বাড়ীটা আবার বানাবে, সে নিজে ও জানে না। তার মা কোনো এক উপজাতীয় খুদ্র টেক্সটাইলে কাজ করতো , এখন সেই মিল ও বন্ধ। কারণ মিলের বেশ কিছু অংশ পুড়ে ছাই হয়ে গেছে।

এই ভাবে আমি চৌদ্দটি গ্রামের সম্পুর্ন ধংস ও চারটি গ্রামের বিশাল ক্ষয়ক্ষতির ও কয়জন মানুষের কথা লিখে পারবো? তবুও চেস্টা করছি, চান্দা পঞ্চাশোর্ধ বৃদ্ধামহিলা। গ্রামে অতি কষ্টে নিজেকে চালায়। ছেলে পুলে কেউ নাই। একটা মেয়ে ছিল , কয়েক বছর আগে বিয়ে হয়ে ত্রিপুরা চলে যায় । কারণ টা বলা তো ভালো হবে কেনো ত্রিপুরা গেলো। মেয়েটি দেখতে সুন্দরী ছিল। এলাকার

সেটেলাররা তাকে সব সময় উত্যক্ত করতো। বিয়ে হবার পরে ও তাকে নানা জন নানা হুমকী দেয়। ভয়ে স্বামী সহ পালায় দেশ থেকে। এই বারের হামলার সময় চান্দা প্রতিবেশীর বাড়ীতে কাজ করছে উপজাতীয় তাঁতের কাপড় বুনার। হঠাৎ মানুষের হৈ চৈ শোনার পর দেখতে বাইরে গিয়ে নিজেকে এই বুড়ো বয়সেও সামলাতে পারেননি। তাকে সেই বাড়ীর উঠোনে ধর্ষন করা হয়। এখন সে জানে না কি করবে, বা কি করা উচিৎ।

চৌদ্দটি গ্রাম পুরোপুরি বিলীন, বাকী চারটি গ্রামের বিশাল ক্ষয় ক্ষতি। সর্বমোট পাঁচশত একাত্তরটি বাড়ী নিশ্চিত ভাবে ধ্বংস হয়। আধা ও আংশিক ক্ষয় ক্ষতি হয় আরো প্রায় একশত আটাশটি বাড়ী। সব মিলিয়ে বিশাল এক ধ্বংসস্তুপ। যেখানটা চোখে না দেখলে বিশ্বাস করাটাও বেশ কস্টকর। তবুও এটাই সত্য, এটাই বাস্তব। এই ভাবেই ঘটিয়েছে পুরো ধ্বংস যজ্ঞ, হত্যা যজ্ঞ, ধর্ষন যজ্ঞ। মহালছড়ির এই বিরাট এলাকাটায় এক সময় যেখানে পার্বত্য মানুষের বাস আজ সেখানটা বিরান ভুমি। গাছপালা গুলো পুড়েগিয়ে সময়ের সাক্ষী হয়ে দাড়িয়ে আছে। আর কোথাও একটিও তরুলতার ঝোপ নাই। মরুভুমি প্রেমীরা সবুজ বাংলার পাহাড়কেও আজ মরুভুমি বানিয়ে ছাড়লো। কিছু বলার কেউ নাই। একটু সান্ত্বনা দেবে এমন মানুষ বাংলার ভুমিতে ক্ষিনপায়ে চলে স্বপ্নচারীর সাথে। গুটি কয়েক মানুষ মিনিমিনে মুখ খোলে, মানবতার কাছে হয়তো আবদ্ধ হয়ে নয়তো লজ্জা ঢাকার ছলে, হয়তোবা ঘুমিয়ে থাকা জীবনে জেগে উঠার প্রয়াসে। কারো কারো ধানের গোলার ধান আগুনে পুড়ে গেছে, যে গুলো পুড়েনি সে গুলো আগুনের আঁচ লেগে খৈ হয়ে গেছে। সেই পরিবারের আজ খাবার কিছু নাই। প্রাণের ভয়ে সবাই পালিয়ে আছে, বুড়ো বুড়িরা কেউ কেউ প্রাণের মায়া ত্যাগ করে এখনো পাহারা দিয়ে আছে সেই জায়গাটি যেখানে একসময় তাদের বসত ভিঠা ছিল।

মহালছড়িতে ঘটনা ঘটে ২৬ /৮/০৩ । ৮/৯/০৩ পর্য্যন্ত কোনো কাগজের রিপোর্টারকে ধ্বংস প্রাপ্ত এলাকায় প্রবেশ করতে দেয়নি। আগের কোনো এক লেখায় লিখেছিলাম বোধয়। আবারো লিখছি। সমস্ত কাগজের রিপোর্টাররা মহালছড়ির আশে পাশে ঘুরে ঘুরে থেকে যে সামান্য খবর পেয়েছে তাহাই কাগজে প্রকাশ করেছে। বিস্তারিত ঘটনা আরো অমানবিক। অসুরের তান্ডব খেলা। ২৬/৮/০৩ রাত থেকে আর্মিরা পাহাড়া দিয়ে রেখেছিল পুরো এলাকা। এমনকি কোনো সাধারণ মানুষ ও সেই এলাকায় প্রবেশ করতে পারেনি। রাতের আধাঁরে শত শত পাহাড়ী যুবককে ধরে নিয়ে গেছে। তাদের যে কয় জনের নাম পেয়েছি, তারা সান্তনু দশম শ্রেনীর ছাত্র, ময়ুর , মেঘা, চরন্ময়, বিপ্লব, বিশা, মানু এরা সাধারণ পেশার যুবক, বুদ্ধরাজ, বানী, রানী, সিপন, কাজল , মেধ, বিনয়, হরিকান্ত, মং হ্লা এরা সবাই কৃষক ও কিষানী। অনিন্দ্য, সজল, তিংসুই, আউমং, বেবী, নিরালা,বিধান, বেসসান্ত, বোধিময় এরা সবাই ছাত্র। আল্লার সৈনিকের উলঙ্গ নৃত্যের পরে আর্মিরা তাদের ধরে নিয়ে যায় রাতের আঁধারে। আর কোনো খোজ নাই তাদের। জানিনা বেঁচে আছে কিনা। কিন্ত কোনো কাগজকে দেখলাম না এই বিষয়ে লিখতে।

নিরাপদি ত্রিপুরা আড়াই বচরের নাতীকে নিয়ে খেলছিলেন বাড়ীর উঠোনে। দেড় হাত লম্বা দাড়ীওয়ালা খুনি আল্লা বাহীনির বর্বর উলঙ্গ নৃত্য শিল্পীর লাঠির

আঘাতে শিশুটি যেখানে খেলছিল সেখানেই চিরবিদায় নেয়, আর তার ঠাকুরমা নাতিকে বাঁচাতে গিয়ে বেধরক মার খেয়ে পালাতে গিয়ে কে যেন পেছন থেকে চুল টেনে ধরে, কেউ তার চুলে কেরোসিন ঢালে কেউ আগুন লাগিয়ে দেয়, আধ পোরা হয়ে দৌরে পানিতে ঝাপদেয় আর পারে দাড়িয়ে বর্বরেরা উৎসবে মেতে উঠে। আর আশে পাশে যে বাড়ীটি পেয়েছে সেটাতেই আগুন লাগিয়ে দিয়ে যায়। টাকা পয়সা সহায় সম্বল কারো কারো বাড়ীর সুন্দর একটা জিনিস যা চোখে পরেছে তাই নিয়ে যায়।

পোলো রালফ কোম্পানীর কাপড় কিনে আরামে পরা যায় । কিন্ত একবার ধোয়ার পরে কাপরটার দিকে আর মন যায় না। তবুও তো নাম অনেক, সারা পৃথিবী জুড়ে। আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থা ও তেমন একটি সংস্থা আমার কাছে। তাদের নাম অনেক কাজটা কি আমি এবারের মহালছড়ির ঘটনার পরে পরিপুর্ন ভাবে বুঝলাম। যেখানে স্থানীয় লোকেরা যাদের বাড়ী ধ্বংস হয়েছে তারাই হিসাব করে পেলো ৫৭১ টি সেখানে এই জগৎজোরা মানী প্রতিস্টান পেলো মাত্র তিনশ নাকি সাড়ে তিনশ। ভাবতে অবাক লাগে তারা কি আসলে দুর্গত এলাকায় যায় দেখতে নাকি মনগড়া একটা সংখ্যা বলে দেয় জানিনা।

রেবতিদা মাস্টার মশাই। স্কুলে কাজ করেন অনেক বছর ধরে। ঘটনার সময়ও তিনি স্কুলে। হঠাৎ শুনতে পেলেন হামলার কথা, কাজ বাদদিয়ে বাড়ী দেখতে যাবেন তার আর জোগার ছিল না। পথে বেধরক শারীরিক লাঞ্চিত হয়ে পালার পথ নিল একমাত্র পাহাড়। যে পাহাড় তাদের মা বাবা সেই পাহাড়ই শেষ পর্য্যন্ত রক্ষা করলো তাদের জীবন। ভাবতে অবাক লাগে চৌদ্দকোটি মানুষের বিয়েক থেকে মাত্র ১৮ জন কাগজে লিখেছেন , তাও আবার মিনমিনিয়ে। কোনো প্রতিবাদ নাই, কোনো করুনা নাই, নাই কোনো সান্ত্বনা। এভাবে বাংগালী মানবতার পরিচয়দেয়। এই ভাবেই বাঙ্গালীর রাস্ট্রধর্ম এছালাম, যেখানে শান্তি শুধু ভেষে যায় অথচ মানুষ গৃহহীন হয় পরতে পরতে, প্রতিদিন সাধারণ সংখ্যালঘু মানুষ সহায়হীন হয় নির্বিচারে।

ঘটনার পরেরদিনের কথা, আমাকে যে ভাবে ব্যাখ্যা করেছেন কোনো এক প্রত্যক্ষ্য দর্শী। অমিত শিক্ষিত ছেলে। ভালো একটা কাজও করে । তার স্ত্রী ও কাজ করতো একসময়। গর্ভবতী হওয়ায় কাজে অবসর নেয় কিছুদিনের জন্য। ঘটনার দিন তার গর্ভে ধারীত সন্তানটি মাত্র সাড়েসাত মাস চলছিল। হঠাৎ এই আক্রমনের সময় পালাতে গিয়ে হাতে নেয় একটি গামছা। সেটা নিয়েই দৌড়। আশ্রয় আর কোথায় ? সেই তাদের মা বাবা পাহাড়। দৌড়ের সময় সে মৃদু ব্যাথা অনুভব করে। বিকাল হতে হতে তার ব্যথা বেড়ে যায়। সারা রাত কোনো ডাক্তার ছাড়া, কোনো ঔষধ ছাড়া কোনো মানুষের সহায়তা ছাড়া পাহাড়ের আঁধারে কাটায় কান্নাকাটি করে। পরেরদিন বেলা হবার পর পর কিছু মানুষ কান্নার চিৎকার শুনে গিয়ে দেখে তার অবস্থা ভালো নয়। তাকে কোনো হাসপাতালে নেয়া দরকার। কিন্ত কি করে নেবে ? কে নেবে? পাহাড়ে লুকিয়ে জীবন বাঁচানোর জন্য যে মানুষ গুলো ছিল তাদের মধ্য থেকে কয়েকজন মহিলা অনেক খেটেখুটে সহায়তা করে, বিকাল বেলার দিকে একটা মৃত সন্তান প্রসব করে বেহুস হয়ে পরে থাকে । জ্ঞান ফেরার পর সেই মহিলা প্রথম কথাটাই বলেছিলেন আমি নিরপরাধ। আমার দোষ কি আমি জানতে চাই, কেনো আমার

এমন হলো, আমার সাজানো গোছানো সংশার কেন কেড়ে নিল ঘাতকের দল। আমি অভিসাপ দেই, এই অত্যাচারীর দল যেন আরো বেশী অত্যাচারী হয়। এক সময় যেন তারা নিজেদেরকে নিজেরা গিলে খায়। তারপর সে খুজে তার সন্তান। যখন জানতে পারে সে মৃত সন্তান প্রসব করেছে, তখন তার কান্নার শব্দ পাহাড় ভেদ করে গণ মানুষের বুকে বেজেছিল। তার কান্না দেখে কেউ চোখকে থামেতে পারেনি। সবাই একে অন্যকে জড়াজরি করে কেঁদেছে। কে করবে এই বিচার, কাকে দেবো এই বিচার। মানুষ যখন পশু হয়ে যায় তখন মানবতা নামের কলংকের আর কি বাকী থাকে তা আমার জানা নেই। তবুও এছালাম মানে শান্তি !!! নাকি সবি রাজনৈতিক ব্যাপার সেপার !!! নয়তো সংখ্যালঘুরা সামান্য নির্যাতিত হয় তার নমুনা (কারো কারো লেখায়)।

যারা প্রাণ বাঁচাতে পাহাড়ে লুকিয়ে ছিল তারা কি খেয়ে বেঁচে ছিল ৪/৫ দিন ধরে, কারো কাছে প্রশ্ন জাগে ? তেমন একজন আর্য্য। তার বিবরন। প্রথম রাতে কোনো মতে কষ্টশিস্ট করে কাটিয়েছি। সকালে সূর্য্যের মুখ দেখা মাত্র পেটের ক্ষুধায় প্রাণ যায় যায় অবস্থা। কি আর করি। পাশে পানি ছিল, গিয়ে একটু পানি খেলাম। তারপর অনেককে দেখলাম নরম লতা পাতা , গাছের নরম পাতা খাচ্ছে পেটের ক্ষুধা নিবারন করতে। আমি ও খেয়ে নিলাম কিছুটা। তিতা তিতা লাগে, কয়টা খাওয়া যায় ? তারপর অনেক পরে একটা ধানি মরিচের গাছ পেলাম। অনেক মরিচ ধরে আছে। সবাই ওখান থেকে মরিচ সংগ্রহ করলাম। তখন একগাল পাতা মুখে দিয়ে একটা ধানি মরিচ চিবিয়ে একটু ঝাল ঝাল করে খেতে খেতে (উল্লেখ্য পাহাড়ে ঘন জঙ্গলের মাঝে হঠাৎ ধানি মরিচের গাছ পাওয়া যায়, তাহা কেউ চাষ করে না, এমনিতেই প্রকৃতির দান হিসেবেই হয়) দল বেঁধে তিন রাত তিনদিন পাহারের ফাঁকে ফাঁকে হেঠে রাঙ্গামাটি চলে আসলাম। পাহাড় প্রকৃতির সন্তান পাহাড়ে হারাবার মতো নয়। এখানে এসে মৃনাল বাবুর সাথে দেখা করতে গিয়ে শুনি আপনার ফোন করার কথা, এই সুযোগেই আপনার সাথে কথা বলা হলো। কেউ কেউ সিমান্তের ওপারে চলে গেছে, কেউ কেউ ভয়ে এখনো পাহাড়ে লুকিয়ে আছে, কেউ কেউ সাহস করে শেষ সম্বল মাঠিটাকে হারাবার ভয়ে আবার নিজেদের বাড়ীটি যেখানে ছিল সেখানে এসে পাহারা দিয়ে আছে। কেউ পোড়া টিন দিয়ে একটু মাথা ঢাকছে, কেউ খোলা আকাশের নীচে, কেউ দিনে একবেলা খায়, কেউ দুইদিনে, কেউ কেউ জখমে প্রচন্ড অসুস্থ, কোথাও খেটে খাবার মতো কাজ নাই, ভয়ে যুবকেরা রাতে পাহাড়ে লুকিয়ে থাকতে যায় , কারণ কখন আর্মি এসে রাতে ধরে নিয়ে যায় সেই ভয়ে। কাগজে প্রকাশ করলে দেশের উলঙ্গ উন্মাদ ভাবমুর্তিটা তো নেংটো হয়ে যাবে । তাই কে করবে প্রকাশ? মানুষ কি আছে, আছেতো একদল জন্ত । মানুষ যে কয়জন আছে তারাও দিবা নিদ্রায় মগ্ন।

অনেক প্রমান , অনেক তথ্য সংগ্রহ করেছি নিজের উদ্যোগে। সময়ের অভাবে লেখা হয়ে উঠেনা , আবার আমি কয়টা ঘটনার কথা লিখে পারবো? সব চিন্তা মাথায় যখন ঘুরপাক খায় তখন চিন্তা করি, না; সময় লাগলেও আমি লিখে যাব। যত টুকু পারি এছালামী যোশ ওয়ালাদের বোরকার আড়ালে লুকিয়ে থাকা চরিত্র আমি মানুষের কাছে পৌঁছাব।

যোশ ওয়ালাদের কারো কারো লেখায় বলতে চায় বা কেউ কেউ ধারণা করে বাংলাদেশের সংখ্যালঘু নির্যাতন রাজনৈতিক সমস্যা । তা যদি হয়, তাহলে দেখি বিষয়টা আসলে কি ? আমার কথা গুলো খারাপ শোনাবে, শালীনতার সুর উঠবে, উঠবে নানা পদের যুক্তি কৌশল। তবুও বাস্তব রুক্ষ। সারা পৃথিবীর মুসলিম মানে আরবের বেদুঈন দাস। মুসলিম মানে তাকে আরবী শিখতেই হবে। যে জন্যই হবে হোক তাকে আরবের প্রতি অনুগত্য, চাকরজাত স্বভাব থাকতেই বা রাখতেই হবে। এটা আমার কথা নয়, যে ভাবে দেখে আসছি তাহাই বললাম মাত্র। সেই লেজুর দাস আজকের বাংলাদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ। এই গরিষ্ঠতার যোশ দেখাতে বাংলাদেশকে হজে পাঠিয়ে রোজা , কোরবান, ঈদ খৎনা সব কিছু করিয়ে মুসলিম বানালো সাংবিধানিক ভাবে সেইদিন মাত্র। এর আগে বাংলাদেশ নিশ্চয় কোনো হিন্দু বৌদ্ধ খৃস্টান বা কোনো অ-মুসলিম ছিল। তো যাক, আমার লেখার মোড় অন্য দিকে যেতে চাচ্ছে, তাই সে দিকটা বাদ দিয়ে যে কথাটা বলতে চাই তাহাই বলি। মুসলিম বাংলাদেশের রাজনীতি নিশ্চয় মুসলিমেরাই করে। নাকি আমরা যারা আছি শুধু তারাই করি কে জানে ! নিশ্চিত মুসলিমেরা করে থাকলে তাদের জীবন ও রাজনীতি আলাদা হয় কি করে, নাকি একজন মুসলিমের দ্বৈত সত্তা কাজ করে ? বাংলাদেশের একজন মুসলিমের রাজনীতি মানে আল্লা, ধর্ম, কাফের, হত্যা, নির্যাতন এক কথায় যত সব অপকর্ম আছে তার সব এরাই করে। বাংলাদেশের কোন দলটার একটা আদর্শ আছে তা আমার জানা নাই, তবে এত টুকু জানি প্রতিটা দলেরই প্রত্যক্ষ পরোক্ষ আদর্শ আল্লা। এই সংখ্যাগরিষ্ঠ আল্লারাই সাধারণ মানুষে ক্ষতি করে যার প্রমান আমরা নিরিহ সংখ্যালঘু। একটা কথা না বললেই নয়। কম্যুনিস্ট পন্থি বুদ্ধিজীবি থেকে শুরু করে এককালে মুক্ত আদর্শ বুদ্ধিজীবি যারা সাধারণ মানুষের কথা বলতো বলে শোনা জেতো তারা আজকের দিনে সবাই এক একটা আল্লা সৈনিক। প্রমান কাগজ পত্র। যাদেরকে যে জাতী নিজেদের বিবেক মনে করে , আর তাদেরই সমর্থক বাহীনি আরো কতো জঘন্য হবে তা প্রতিদিনের সংখ্যালঘুর নির্যাতনের প্রমান পত্র বহন করে চলেছে। শতকরা ৯০ জন যেখানে যোশের আবরনে আবদ্ধ সেখানে মাত্র ১০জন কি করতে পারে? ভালো খারাপ সব জাতী, ধর্ম,গোষ্টিতে আছে, থাকবে, কিন্ত যাদের শতকরা ৯০ জনই কোনোনা কোনো ভাবে সক্রিয়, আংশিক সক্রিয়, অত্যাচারে ইন্ধন দাতা সেখানে সেই সমাজ বা তাদের ধর্ম কি করে মানবতা শব্দটা ব্যবহার করতে চায় তার কোনো কারণ খুজে পাইনা। যে কথাটা আমার আরো একটু আগে বলা উচিৎ ছিল , একজন মুসলিমের ধর্ম রাজনীতি সমাজ ব্যবস্থা সব কিছুতেই আল্লা গন্ধ যুক্ত। যেখানে রাজনীতি সেখানে ধর্ম তার সাথে তরুলতার মতো জড়িয়ে তাদের জীবন। আল্লাটাই পুঁজি, যেখান থেকে নিজেরা আলাদা হয়ে বের হতে পারে না। এই আল্লাকে যত দিন পর্য্যন্ত মুসলিমেরা নিজেদের ব্যক্তিগত কাজে ব্যবহার করতে শিখবে ততদিন তারা সারা পৃথিবীতে এক অত্যাচারী জাত হিসেবেই থাকবে তাতে কোনো সন্ধেহ নাই। আমি যখন মুসলিমের অত্যাচারী আল্লা ধর্মের কথা বলি তখনই আমাকে কেউ কেউ বলে ধর্ম কি করলো? ওই গুলোতো সবই রাজনৈতিক। অথচ রাজনীতির সাথে তারা ধর্মের সমন্ধ যুক্ত , একে অন্যের পরিপুরক ভাবে চলে, তখন আমাকে তেরে কেটে ধেরে ধা অথবা ধা ধিং না তুং না করে তবলায় বোল তুলে শোনায়, কিন্তু আসল গানে কি বাজাতে হবে তার আর ধারে কাছে যায় না। ইসলাম মানে অত্যাচার, মুসলিম মানে অত্যাচারী। এই জঘন্যতম অবস্থা থেকে বাঁচার পথ হয়তো তাদের ধর্মটাকে ছাড়তে হবে নয়তো ছাঁটতে

হয়ে। আমি বার বার বলি প্রমান করার জন্য এছালাম কোন পদের শান্তি তা ব্যাখ্যা করে বলার জন্য। কিন্ত আমাকে কবির গান গাজীর গান শুনিয়ে থাকে । পরিস্কার করে বলতে গেলে আমাকে গুজরাটি বা ফিলিস্তানি গান শোনানো হয়। কারণ নিজেদের কু কর্ম ঢাকার কিছুই নাই।

আমাকে হয়তো মুসলিম মৌলবাদী পন্থীরা মনে করে আমি ঘৃনা ছরাচ্ছি। আমার লেখায় সংখ্যাগুরুদের সংখ্যালঘুদের প্রতি আচরনের কথা বলেছি, বার বার বলি, আবারো বলতে বাধ্য হচ্ছি। আমি বাংলাদেশী হয়ে বাংলাদেশের সংখ্যালঘুদের কথা বলছি, তবুও আমাকে মৌলবাদী মুসলিমেরা টেনে গুজরাট বা ফিলিস্তিন অথবা ইরাকে নিয়ে যায়। আমি জেগে ঘুমাই না। অথবা দাড়িয়ে দাড়িয়ে স্বপ্নে ঘুমাই না। আমি ঘুমানোর সময় ঘুমাই । ইরাক, গুজরাট ফিলিস্তিন আমার দেশ নয়, হয়তো একজন এছালামী মৌলবাদী যোশ ওয়ালার জন্য হতে পারে। দিবা স্বপ্নে সবকিছুই নিজের মনে হতে পারে। কিন্ত আমার এত ঘৃনা কেন মুসলিমদের প্রতি? কারণ আমি তাদের দ্বারা নির্যাতিত। আমার জন গোষ্টি তথা সারা বাংলাদেশের সংখ্যালঘু তাদের হামলা অত্যাচারের শিকার। এজন্য আমি কারো সহমর্মিতা চাইতে আসি নাই। আমি বলতে এসেছি তাদের স্বরূপ সম্পর্মকে। তাদের এই স্বরুপ সঙ্কটের সমাধান বের করা তাদের কাজ। আমার নয়। আমার অতি খুদ্র জ্ঞানে আমি হয়তো আর দশ জনের মতো কোনো কিছু বাতলে দিতে পারি, কিন্ত বাস্তবতার সাথে মিল রেখে তাদের সমাজ ব্যবস্তা গঠন তাদের কাজ। আমি কেন এমন ভাবে মুসলিমদের ঘৃনা করে লিখছি তার বিপক্ষে প্রায় প্রতিদিন লেখা ছাপা হচ্ছে নেটে প্রকাশিত কাগজে। কিন্ত গুটি কয়েক জনের মিনমিনি ছাড়া আর কাউকেই দেখিনাই কোনো গঠন মুলক কোনো আলোচনা দাড় করাতে। তাই আমি যখন বলি নব্য শিক্ষিতের দল, সমস্যায় না গিয়ে শুধু শুধু আগডুম বাগডুম করে তা কি বেশী বলা হয়? আমি যখন কিছু সংখ্যক ভালো মুসলিমকে বাদ দিয়ে বাকীদের পাইকারী হারে চোর বাটপার সন্ত্রাসী বলি তখন একদল লেখক বেরিয়ে আসে  আমাকে দুই কথা শুনিয়ে দিতে, তাতেই প্রমান হয়ে যায় যে তারাই এই বিশেষনের সদস্য। নয়তো কেউ আলোচনায় যেতে রাজী নয় কেন ? আমি জানি ঘৃনার জবাব মৈত্রী। কেউ কেউ আমাকে তাও বলেছেন, কিন্ত কেউ এই মৈত্রী নিয়ে আসতে দেখিনা কেন , যদি সত্যিই মৈত্রী থাকে মনে? বিন্দু বিন্দু জল থেকেই সিন্দুর সৃষ্টি। ভালো যদি হয় তবে এই বিন্দুরাই কেন লুকিয়ে, অথবা বিরোধীতায়, কেন এত অমানবতার খোলসে মানুষের রুপ ধারী? এই বিষয় যখন মনে আসে তখন আমি হিসাব মিলাতে পারি, উত্তর পাই, যখন মুসলিম বলতে অত্যাচারী, বর্বরকেই বুঝি। আর মানবতার কাছে আমার আজো কোনো হিসাব মিলেনা উত্তর পাইনা, বোধহয় মানব শিশুপুত্রেরা এখনো ঘুমিয়ে আছে।

উপরের দুটি অংশের আলোচনা থেকে একটু বের হয়ে বিষয়টা দেখি। মৌলবাদীদের কথা অনুষারে আলোচনার জন্য আমি বাংলাদেশের সংখ্যালঘু নির্যাতনের পুরোবিষয়টা ধরে নিলাম রাজনৈতিক। এই দৃষ্টিকোন থেকে কি বের হয় তা ও কিন্ত দেখার বা চিন্তা করার বলে মনে করি। আজকের বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের কিছু একটা অংশ আওয়ামী পতাকার বাইরে জড়িত। আওয়ামীরা স্বাধীন বাংলার স্থপতি। এর বাইরে বাকী যে দল গুলো আছে তাদের দুই চারটি দল বাদ দিলে বাকী সব দল পাকিস্তান, আরব, তালেবান পন্থি। সোজা কথায়

স্বাধীন বাংলার বিরোধী। এই লেখার কিছু উপরের অংশে সামান্য বলতেও চেয়েছি। আমার পুর্ববর্তী কোনো আলোচনায় ও ছিল। যখন বাংলাদেশকে হজে পাঠিয়ে মুসলিম বানানো হয় তখন কিন্ত এই মুখোশ পরা মৌলবাদীদের কেউই বের হয়নি, বাংলাদেশকে রক্ষা করতে। তবে কি পরোক্ষ এই চাহিদা কি ছিল না সবার ? নিশ্চিত ছিল বলতে দ্বিধা হয়না। আর সেই ধর্ম পুঁজির রাজনীতিতে কি ভাবে কোনো মুসলিম এই আওতার বাইরে ? বি এন পির কথা শুরু করলে দেখা যায় যাদের রাজনৈতিক জীবনই শুরু হয়েছে সংখ্যলঘু অত্যাচারের মধ্য দিয়ে। আওয়ামীলীগ যেমন ভোট ভিক্ষা চায় মাথায় টুপি ও তাপ্পি বেঁধে তেমনি বি এন পি ও ভোট ভিক্ষা করে আল্লাকে পুঁজি করে, তাহলে মুসলিমদের ধর্মটা পুরাটাই রাজনীতি ও ধর্মে এক সাথে জড়িত। আর দেশের এই বিশাল জনসংখ্যার সবাই আওয়ামী বা বি এন পি(জামাত)। আওয়ামীরা যদি ধর্ম নিরপেক্ষ হয় তবে মাথায় তাপ্পি বা টুপি পরে ভোট চাইতে হয় কেন ? কথিত এই নিরপেক্ষ বাদীরা ক্ষমতায় গিয়ে আল্লা বাংলাদেশকে গণ বা সাধারণ বাংলাদেশ করেনি কেনো? কারণ ধর্ম দিয়েই রাজনীতি, ধর্ম দিয়েই ব্যবসা, ধর্ম দিয়েই তাদের জীবন। আর কেনইবা বি এন পি(জামাত) রা এছালামীদের ধর্ম নিয়ে রাজনীতি করে, এখান থেকে সমগ্র ও সামগ্রিক শুদ্ধ যারা দাবী করে তখন তারা থাকে কোথায় ? সংখ্যালঘু নিধন যাদের রাজনীতি, তাদের এই মুল উদ্দেশ্যের উৎস কি ? সেই এক ধর্ম। এরা কারা? বাংলাদেশের মুসলিম। তো বিষয়টা কি দাড়ায় ? জানি আমি কথা গুলো জটিল করে ফেলছি, তাই উত্তর দেবার কোনো পথা খুজে পাবার কথা নয়। হয়তো পড়ে মাত্র বলে উঠবে তারা ধর্মকে পুঁজি করে রাজনীতি করছে । না তা মোটেও না। মুসলিম ধর্ম রাজনীতি জীবন সব কিছু কোনো এক ঢাকনা দেয়া পাতিলের মাঝে ঘুরপাক খাচ্ছে, এখান থেকে বের না হওয়া পর্য্যন্ত পৃথিবীর আলো বাতাসের সাথে পরিচিত হাবার কথা নয়। বিগত মাসে মহালছড়ির ঘটনা কোনো বিচ্ছিন্ন কিছু নয়, এটা পরিকল্পিত। আর্মিদের সহায়তায় এই ধ্বংস যজ্ঞ হয়। এটা পার্বত্য মানুষের উপর না হয়ে অন্য কারো উপর হলোনা কেনো ? কেউ হয়তো বলতে ভুল করবে না যে, যারা দুর্বল তাদের উপর হয়। না তা ঠিক হবে না বলা। তবলিগিরা জিহাদে গিয়ে একটু জায়গা করেনিল আরো কিছু তবলিগি সেইখানে জড়ো করার জন্য। এই জড়ো করার উৎস কোথায়? ওই নদর্মায় পরে থাকা কোরান নামক গাঁজা খোরদের কিচ্ছা। এখানেও মৌলবাদীরা সুযোগ খুজবে কিছু বলতে। বলবে বি এন পি(জামাত) রা ধর্ম নিয়ে রাজনীতি করে আর সাধারণ মানুষ ধর্ম বলতেই উলঙ্গ দৌড়ায়। সেখানেও আমার প্রশ্ন , এই দৌড়ের উৎস কি ? ঐ একটাই , অত্যাচার এছালাম, অত্যাচারী মুসলিম। এছালামী বাহীনি এই বদ্ধ অন্ধ কুপ থেকে মুক্তি পাওয়া এত্ত সহজ নয়।

পৃথিবীর সকল প্রাণী সুখি হোক। শান্তিতে থাকুক।
২৮/০৯/২০০৩